|  |
| --- |
| **পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অভিলাষি একটি গ্রামবহুল দেশ বাংলাদেশ। দেশের প্রায় ৭০% মানুষ গ্রামে বসবাস করে। শহর ও গ্রামে আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা ও অংশীদারিত্ব উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও স্বচ্ছল সামাজিক অবস্থান তৈরী করতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে দারিদ্র্য দূরীকরণে নারী পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব তথা সাম্য নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে নারী শিক্ষা উন্নয়ন, তহবিল বৃদ্ধি, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, ব্যবসায় নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কাজ করছে। ফলে প্রতি বৎসর দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে, যা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:** বিশ্বব্যাপী পল্লী দারিদ্র্য নিরসনের প্রশংসিত একটি পন্থা হলো সমবায়। পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা, সমবায় ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনা এবং অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা উন্নীত করা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি ম্যানডেট। এ বিভাগ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প-কর্মসূচি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে, যার প্রায় ৭০% উপকারভোগী নারী।

পল্লী উন্নয়ন নীতি, সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন, বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সমিতি গঠন, বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র ঋণ, সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কৃষি ঋণ, কুটির শ্ল্পি, সমবায় বীমা, ব্যাংক, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায়ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, বিপণন, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ, সমবায়ীদের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কাজ করছে। এ ছাড়া পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, গবেষণা পরিচালনা, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে লিঁয়াজো রক্ষা করা, প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক নতুন মডেল, কৌশল উদ্ভাবন এবং সমবায়ের আওতায় বিভিন্ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে এ বিভাগ সহায়তা প্রদান করছে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা:** পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১ এর ৫.১২ অনুচ্ছেদে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও অধিকার সম্পর্কে নারী ও পুরুষকে যৌথভাবে অবহিতকরণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে:

* মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরুষদেরও অনুরূপভাবে মহিলাদের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সচেতন করা;
* সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার উন্নয়ন সাধন করা;
* গ্রামীণ মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের সুযোগ ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা;
* সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে সকল কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত গ্রামীণ মহিলাদেরকে একটি কার্যকর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
* স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে ও সহায়ক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাগণকে সামর্থ অনুযায়ী আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা বৃদ্ধি করা;
* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে মহিলাদের অর্থবহ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা;
* নারীর সমঅধিকার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান বিষয়ে ঘোষিত নীতি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

**২.১** সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়নের এর মাধ্যমে সমবায়ের আওতায় বিভিন্ন সমিতি গঠন করে গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান করা হয়। সমবায় খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সমবায় সমিতি আইন -২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর সংশোধন করা হয়েছে। সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও সমবায় খাতকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় বিধিমালা ২০০৪ এর অনুচ্ছেদ ৪.৯, ৯.১৩ এবং ১৩.৭-০৭.০৫ এ নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে:

* নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
* ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ পশ্চাৎপদ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সিডো (C.E.D.A.W.) দলিলের ভিত্তিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। মূলতঃ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি কৌশলের আলোকে প্রণীত হয়েছে নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১। এ নীতির বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত হয়েছে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, ২০১৩। উক্ত নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের করণীয়সমূহ নিম্নরুপ:

* হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ে (safety nets) অন্তর্ভুক্ত করা;
* দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা;
* দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা;
* বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া;
* সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

**অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে নিম্নরুপ কার্যক্রম গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে:**

* দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ মহিলাদের কৃষি বর্হিভূত খাতে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা;
* দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দুস্থ মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

**৩.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

**পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন**: পল্লী অঞ্চলেসমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক সমিতি গঠনের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করা হয়ে থাকে যার ৬০-৭০%শতাংশ নারী । এই সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক সমিতির সদস্যদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃজন ,পল্লীর জনগোষ্ঠির আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, সমিতির সদস্যদের জন্য মূলধন গঠন ও ঋণ বিতরণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অধিকাংশ সদস্যই নারী। এ বিভাগের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম/উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থান/আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ফলে পরিবারে, সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

**পল্লী ও শহরাঞ্চলে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি:** সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক সমিতির সদস্যদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ/আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং এনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এর মাধ্যমে নারী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পল্লী ও শহরাঞ্চলে নারীদের নিয়ে আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকল্পের সদস্যপদ প্রদান এবং দারিদ্র্য বিমোচনমূলক বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন নারীর উন্নয়নে তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সচেতনতা বৃদ্ধি, সঞ্চয় বৃদ্ধি, পুঁজি গঠন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার, স্বাবলম্বিতা অর্জন, স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি, সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।

**পল্লী উন্নয়নে নীতি কাঠামো শক্তিশালীকরণ:** পল্লী উন্নয়নে গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সম্পাদন, প্রকাশনার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার/বিস্তার ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন উপকারভোগী অধিকাংশই নারী। গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণার ফলে পল্লী এলাকার নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সচেতনতা সৃষ্টি, উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনের ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**৪.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| ক্র.নং | অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/ কর্মসূচিসমূহ | নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | পল্লী জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রায় ৭০ ভাগসদস্যই নারী। এ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম/উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১.৬3 লক্ষ দরিদ্র নারীকে কর্মসংস্থান/আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এর ফলে পরিবারে, সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। |
| 2 | দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি | পল্লী ও শহরাঞ্চল এলাকায় নারীদেরকে আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকল্পের সদস্যপদ প্রদান এবং দারিদ্র্য বিমোচনমূলক বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন নারীর উন্নয়নে তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সচেতনতা বৃদ্ধি, সঞ্চয় বৃদ্ধি, পুঁজি গঠন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার, স্বাবলম্বিতা অর্জন, স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি, সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করবে। |
| 3 | পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা  | গবেষণা এবং প্রায়োগিক গবেষণার ফলে পল্লী এলাকার নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সচেতনতা সৃষ্টি, উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে। ফলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।  |

**৫.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**৫.১ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত মহিলা ও পুরুষ পরিসংখ্যান:**

| **দপ্তর** | **কর্মকর্তা (%)**  | **কর্মচারি (%)**  |
| --- | --- | --- |
| **২০20-21** | **২০21-২2** | **২০20-21** | **২০21-২2** |
| **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** |
| সচিবালয় | 81.81 | 18.18 |  |  | 75.86 | 24.13 |  |  |
| স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | ৮১.৪১ | ১৮.৫৯ |  |  | ৭৯.৫২ | ২০.৪৮ |  |  |
| সমবায় অধিদপ্তর | 65.00 | 35.00 |  |  | 63.68 | 36.31 |  |  |
| বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়সমূহ | 75.00 | 25.00 |  |  | 78.30 | 21.70 |  |  |
| জেলা কার্যালয়সমূহ | 77.32 | 22.68 |  |  | 76.85 | 23.15 |  |  |
| উপজেলা কার্যালয়সমূহ | 79.95 | 20.05 |  |  | 76.20 | ২৩.80 |  |  |
| মেট্রোঃ থানা সমবায় কার্যালয়সমূহ | 70.00 | 30.00 |  |  | 58.00 | ৪2.০০ |  |  |
| সমবায় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা | ১০০.০০ | ০ |  |  | ৭২.2৫ | ২৭.2৫ |  |  |

**৫.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান :**

| **ক্রমিক নং** | **কার্যক্রম/প্রকল্প** | **পরিমাপের একক** | **২০১9-20** | **২০20-21** | **২০21-২2** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** |
|  | বিআরডিবি | লক্ষ জন | 0.4895 | 0.8102 | 0.7496 | 0.3139 |  |  |
|  | বার্ড, কুমিল্লা | হাজার জন | 1.013 | 0.095 | 0.095 | 1.017 |  |  |
|  | সমবায় অধিদপ্তর | হাজার জন | - | - | 1.832 | 2.478 |  |  |
|  | এসএফডিএফ | হাজার জন | ২০৭.০০ | ১১.০০ | ২১৬.০ | ১১.০০ |  |  |
|  | আরডিএ, বগুড়া | হাজার জন | 3.075 | 3.30 | 4.122 | 6.490 |  |  |
|  | বাপার্ড, গোপালগঞ্জ | হাজার জন | 0.51 | ১.73 | - | - |  |  |
|  | পিডিবিএফ | হাজার জন | 1090.00 | 40.০০ | 1115.00 | ৪1.০০ |  |  |

**৫.৩ বিভাগের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা :**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৬.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

| **ফলাফল নির্দেশক** | **পরিমাপের একক** | **প্রকৃত অর্জন** |
| --- | --- | --- |
| **২০১9-20** | **২০20-21** | **২০21-২2** |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** |
| আয়বর্ধক কর্মসূচিতে পল্লীর নারীদের অংশ গ্রহণ | জন (হাজার) | ৭৪১.২৪ | ৩২১.০০ |  |
| নারী সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান | জন (হাজার) | ৩৪১.২০ | ১৯৫.৭৪৩ |  |

**৭.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ:**

**৭.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে বিভাগের জন্য সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতি:**

| **ক্র.নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১ | সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নারীদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্য সহকারে বাজারজাত করা; | সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিৎ করার লক্ষে পিডিবিএফ এর পল্লী রঙ নামে একটি বিপনী বিতান চালু রয়েছে। আরডিএ উদ্ভাবিত WISE (Women in seed Enterprise) মডেলের আওতায় ২০০ জন নারীকে উৎপাদিত ফসলের বীজ সমিতির মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। |
| ২ | বিভাগীয় পর্যায়ে মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যক্রয় বিক্রয়ের জন্য বিপণীবিতান চালু করা; | **বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র্যদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আওতায় বিভাগীয় শহর রংপুরের ধাপ চেকপোষ্ট এলাকায় একটি ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার চালু রয়েছে। এ কেন্দ্রে প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের সুযোগ রয়েছে। এ ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টারটিকে স্থায়ী রুপ দানের নিমিত্ত রংপুর শহরে ৬তলা বিশিষ্ট একটি স্থায়ী ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মানের জন্য দরপত্র আহবানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পিডিবিএফ এর উপকারভোগীদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের নিমিত্ত পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগীয় শহরে “পল্লী রং” নামক ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।** |
| ৩ | গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের বিশেষ করে নির্যাতিত/ সংবেদনশীল নারীদের তালিকা তৈরী করে ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে; | বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে শুরু থেকে এ পর্য্ন্ত ৭২,৫৩৬ টি সমিতি ও ২১,৩২,৯৫৭ জন সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম সংগঠিত হচ্ছে। এছাড়াও বিআরডিবি’র মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে এ পর্য্ন্ত ১১৪৭২ জন সদস্যদের মাঝে ৫০২০.০০ লক্ষ টাকা (সোনালী ব্যংক হতে ২৩৯.০০ এবং নিজস্ব তহবিল হতে ৪৭৮১.০০ লক্ষ টাকা) ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। |
| ৪ | আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কারিগরী, তথ্য-প্রযুক্তি এবং কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। | বিআরডিবি কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে এ পর্য্ন্ত পল্লীর ৮৪,৩৯৮ জন নারীদের উন্নত জাতের গাভী পালন, বিউটি পার্লার, সেলাই, ব্লক, বাটিক, রান্নার প্রশিক্ষণ, হাতের কাজ, কৃত্রিম ফুল তৈরী, নকশি কাথা, ডিজাইন তৈরী, কেচো কম্পোস্ট সার তৈরী, মোবাইল সার্ভিসিং ইত্যাদি বিষয়ে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।**বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক ১২৩০ জনকে আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য কারিগরি তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১১টি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনে ৫৫৫০ জনকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক, ১১০০ জনকে তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার বিষয়ে, বাপার্ড, গোপালগঞ্জ কর্তৃক ২০৮ জন নারীকে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক, পিডিবিএফ কর্তৃক ৯১০০ জন নারীকে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।** |
| ৫ | নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ, পারিবারিক পুষ্টির নিশ্চয়তাকল্পে উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধনমূলক মূলধারার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা; | বিআরডিবি’র মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে ২,২২৩ জন সদস্যদের মাঝে ৯৯.৪০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ২,৪৭৩ জন নারীকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ, পারিবারিক পুষ্টির নিশ্চয়তকল্পে উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধনমূলক মূলধারার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিডিবিএফ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৯৭০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড) কর্তৃক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশু ও নারী শিক্ষার উন্নয়ন, নারীদের মোবাইল সার্ভিসিং, মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ, মা ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প ও শো-পিচ তৈরি প্রশিক্ষণ, গার্মেন্টস ইত্যাদি বিষয়ে ৩,৮৪৬ জন নারী উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ সার্বিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা পালন করছে। |

**৭.২ বিভাগের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য আলোচনা:**

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, ২০১৩ অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। সে কারণে এ বিভাগের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এর বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০১৩ এর আলোকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের সকল নারীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাঝেই নিহিত রয়েছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সফলতা।

**৭.৩ নারী উন্নয়নে বিভাগের গৃহীত কার্যক্রমে নারীর সাফল্যগাঁথা :**

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রায় ৭০ ভাগ সদস্যই নারী। বিআরডিবির দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিগত ৫ বৎসরে প্রায় ৭৭ হাজার দরিদ্র মহিলার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব হচ্ছে। প্রকল্পটি ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। দরিদ্র মহিলার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫০ হাজার দরিদ্র্য নারীকে কর্মসংস্থান/আত্ন-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কারিগরী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এর ফলে নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্পের আওতায় ৬০৪ জনকে, ‘বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা’ পাইলট শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪২০ জনকে, ‘বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন প্রকল্পের আওতায় ৫০০০ জনকে,দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এর মাধ্যমে ৩০০ জনসহ মোট ৫৯২৪ জনকে কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কারিগরী বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন(পিডিবিএফ) এর সুবিধাভোগী সদস্যদের প্রায় ৯৭ ভাগই নারী। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে পিডিবিএফ এর মাধ্যমে ১১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৫০০০ জন দরিদ্র্য নারীকে আত্ন-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া পিডিবিএফ এর ৩০০০ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফলশ্রুতিতে পরিবারে, সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

২০২১-২২ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে সর্বমোট নিয়োজিত কর্মকর্তার ১৯% নারী এবং ৮১% পুরুষ। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তরসমূহ পল্লী এলাকায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদের বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ঋণদান, দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, আয়বর্ধনমূলক কাজে অংশগ্রহণে সার্বিক সহায়তা করছে। এর ফলে সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে, নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে এবং দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে। বিভিন্ন ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তারা আয়বর্ধনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে ফলে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত হচ্ছে। এতে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছে।

|  |
| --- |
| C:\Users\HP\Desktop\IMG_20211019_0004.jpgC:\Users\HP\Desktop\PICTURE\IMG_20211019_0005.jpg**সাথী বেগমের দরিদ্রতা জয়ের কাহিনী**বগুড়া জেলায় শেরপুর উপজেলার শাহবন্দেগী ইউনিয়নের ধর্মকাম গ্রামের ০২ (দুই) সন্তানের জননী হতদরিদ্র মোছাঃ সাথী বেগম। তার স্বামী পেশায় একজন ভ্যানচালক। ০৪ (চার) জনের সংসারে সবসময় অভাব অনটন লেগেই থাকতো। অভাবের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজের বসত ভিটা বন্ধক দিয়ে সর্বশান্ত হওয়ার পথে চলছিল এই পরিবারটি। ঠিক এমনি এক সংকটময় সময়ে মোছাঃ সাথী বেগম বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর আওতাধীন মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের ‘**ধর্মকাম** **পূর্ব মহিলা সমবায় সমিতি’** তে ২৩/০৮/২০০৫ তারিখে সমবায় সমিতির সদস্য হিসাবে ভর্তি হন। সমিতির সদস্য হয়ে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)’র শেরপুর, বগুড়া শাখার তত্বাবধায়নে ছনের ঝুড়ি তৈরির প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক ভাবে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে তিনি গড়ে তোলেন ছনের তৈরি দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন প্রকারের ঝুড়ি তৈরির কারখানা। বিআরডিবি’র প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় তার স্থাপিত কারখানার তৈরিকৃত ঝুড়ি বর্তমানে স্থানীয় একটি সংস্থার মাধ্যমে দেশের গন্ডি পেরিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হচ্ছে। বর্তমানে সমিতিতে তার ঋণের পরিমাণ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমান ১১,০০০/- (এগার হাজার) টাকা। তার ঝুড়ি তৈরির কারখানায় বর্তমানে ২০ (বিশ) জন হতদরিদ্র মহিলা কাজ করে তাদের সংসার পরিচালনা করছেন। সকল খরচ বাদে এখন তার মাসিক আয় ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা। সর্বশেষ তিনি নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তা হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিআরডিবি থেকে ১২/৮/২০২১ তারিখে ১,০০০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ঋণ সহায়তা পেয়েছেন। পরিবার নিয়ে তিন বেলা ঠিকমত খেতে না পাওয়া মোছাঃ সাথী বেগম এখন দুই ছেলেকে স্কুলে পাঠান, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করেন এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য তার কারখানার শ্রমিকসহ অন্যদের পরামর্শ প্রদান করেন। মোছাঃ সাথী বেগম-এর পরিবারটি এখন গ্রামের অনেকের কাছে এক অনুকরনীয় মডেল। বিআরডিবি’র সরাসরি তত্বাবধায়ন ও সহযোগীতায় মোছাঃ সাথী বেগম মহাজনের চড়া সুদের কবল থেকে স্বামীর বসত ভিটা বাঁচিয়ে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে পেরেছেন এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই জন্য তিনি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) শেরপুর, বগুড়ার নিকট চির কৃতজ্ঞ। (সূত্রঃ বিআরডিবি, শেরপুর, বগুড়া) |

**৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ:**

দেশের পল্লী অঞ্চলের সকল নারীর জন্য মানসম্পন্ন জীবন তথা নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত কার্যব্যবস্থা (holistic approach) গ্রহণ করা প্রয়োজন। একই সাথে সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার বিভাজিত ডাটা এবং জেন্ডার ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকতে হবে। সার্বিকভাবে কর্মসূচি-প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে জড়িত সকলের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পেশাধারী মনোভাবের ঘাটতি রয়েছে যা দূরীকরণের মাধ্যমেই অদূর ভবিষ্যতে নারী উন্নয়নের সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

**৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ:**

* পল্লীর নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের উদ্বুদ্ধকরণ ও আয় উৎসারী প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে আরো অধিক সুযোগ সৃষ্টি করা;
* **পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নারীর স্বীকৃতি নিশ্চিতকরণ;**
* **নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে চাহিদা মোতাবেক পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ প্রদান;**
* **সমাজের অবহেলিত ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক, হিজড়া ও বেদে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ঋণ প্রদান**।